# ই-অগ্রণী দর্পণ

৬ষ্ঠ বর্ষ। ২য় সংখ্যা। এপ্রিল- জুন ২০২৪

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.

Agrani Bank PLC.

Committed to serve the nation

www.agranibank.org

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.
Agrani Bank PLC.
*Committed to serve the nation*


## পরিচালনা পর্ষদ

### চেয়ারম্যান

ড. জায়েদ বখ্ত

### পরিচালক

নাফিউল হাসান

মফিজ উদ্দীন আহমেদ

কাশেম হুমায়ূন

কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু

খোন্দকার ফজলে রশিদ

মো.শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ

মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী

### ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

মো. মুরশেদুল কবীর

### প্রধান উপদেষ্টা

মো. মুরশেদুল কবীর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

### উপদেষ্টা

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক

ওয়াহিদা বেগম | তাহমিনা আখতার
কাজী আব্দুর রহমান | মো. আবুল বাশার

### সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মহাব্যবস্থাপকগণ

একেএম শামীম রেজা | মো. শামছুল আলম
একেএম ফজলুল হক | মো. আমিনুল হক
মো. নুরুল হুদা | মোহাম্মদ ফজলুল করিম
আবু হাসান তালুকদার | মো. আতিকুর রহমান সিদ্দিকী
মো. আফজাল হোসেন | স্বপন কুমার ধর
সুধীর রঞ্জন বিশ্বাস | শাহীনূর সুলতানা
মো. হুমায়ুন কবির | মো: সামিউল হুদা
মোহাম্মদ দীদারুল ইসলাম | মো. শাহিনুর রহমান

### সম্পাদকীয় পরামর্শক

রুবানা পারভীন
মহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

### সম্পাদক

শাহনাজ চৌধুরী
উপমহাব্যবস্থাপক
পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন

### সহকারী সম্পাদক

মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান | মো. মাহমুদুল হক
প্রিন্সিপাল অফিসার | প্রিন্সিপাল অফিসার

### গ্রাফিক্স ডিজাইনার

ফারহানা সুলতানা
সিনিয়র অফিসার


**প্রকাশনায়:** স্পেশাল স্টাডি সেল (পাবলিক রিলেশনস ডিভিশন) অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি
আলামিন সেন্টার (ফ্লোর ১৩) ২৫/এ দিলকুশা, ঢাকা ১০০০
ফোন ৮৮০২-৯৫১৫২৮৫ ইমেইল ssc@agranibank.org
www.eagranidarpon.org

# সূচিপত্র


## অগ্রণী পরিক্রমা
০৪
ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠিত
ময়মনসিংহে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

## সভা ও সম্মেলন
বিভিন্ন সার্কেলে ব্যবসায়িক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভা
ঢাকা সার্কেল-২
০৫
খুলনা সার্কেল
ঢাকা সার্কেল-১
১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা
০৬
বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে মালয়েশিয়ায় সচেতনতামূলক সভা
০৭
রেমিট্যান্স প্রেরণ বিষয়ে সিঙ্গাপুরে প্রচারণা সভা
অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুরের ২২তম সাধারণ সভা

## ট্রেনিং
০৮
ব্যাংকিং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স
প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ
সিএমএসএমই লোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা
ক্রেডিট অপারেশন এন্ড ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা
০৯
প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান
স্যুট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কর্মশালা

## চুক্তি
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত
খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত

## যোগদান
১০
পরিচালক হলেন নাফিউল হাসান
নতুন ডিএমডি তাহমিনা আখতার
নতুন ডিএমডি কাজী আব্দুর রহমান

## পদোন্নতি
১১
উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন মো. আবুল বাশার
ডিএমডি হলেন শামিম উদ্দিন আহমেদ
সহকারী মহাব্যবস্থাপক থেকে উপমহাব্যবস্থাপক
পদে পদোন্নতি পেলেন ১৯ জন
১২
সহকারী মহাব্যবস্থাপক থেকে উপমহাব্যবস্থাপক
পদে পদোন্নতি

## শোকসংবাদ

## শিল্প ও সাহিত্য
১৩
বাংলাদেশের লিজেন্ড ব্যাংকার
লুৎফর রহমান সরকার: পারভীন আক্তার
১৪
অগ্রণী ব্যাংকের জন্মযাত্রা: মো. মাহমুদুল হক


# সম্পাদকীয়

ষান্মাসিক সমাপনী জুন ২০২৪ সফলভাবে শেষ হয়েছে, সামগ্রিক অর্থনীতির চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করে এরই মধ্যে দেশের অন্যতম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। সীমিত লোকবল নিয়ে অগ্রণী ব্যাংক একটি গ্রাহকবান্ধব ব্যাংক হিসেবে দেশজুড়ে সুনাম অর্জন করেছে, এর জন্য অগ্রণী পরিবার বিশেষভাবে সাধুবাদ প্রাপ্য। পরিচালনা পর্ষদের সময়োপযোগী দিক-নির্দেশনা, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দক্ষ নেতৃত্ব এবং আপামর কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলের সততা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে সামনের দিনগুলোতে দেশ ও জাতির সেবায় অবিচল থাকবে অগ্রণী ব্যাংক।

৩০ মে ২০২৪ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল ১৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভা। বৈদেশিক রেমিট্যান্স বাংলাদেশের অর্থনীতির শক্ত অবলম্বন, অগ্রণী ব্যাংক বরাবরের মতই রেমিট্যান্স আহরণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সমূহের প্রথম স্থান ধরে রেখেছে। মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরে পৃথক প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে প্রবাসী শ্রমিকদের মাঝে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠানোর গুরুত্ব ও উপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই ত্রৈমাসে যারা পদোন্নতিপ্রাপ্ত হলেন তাদের জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন।

অগ্রণী পরিবারের সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় পাশেই আছে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.।

## অগ্রণী পরিক্রমা

### ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠিত

ইনোভেশন শোকেসিং অনুষ্ঠানের অতিথিবৃন্দ

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.'র ইনোভেশন টিম এর আয়োজনে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ এর আওতায় ইনোভেশন শোকেসিং কক্সবাজারের একটি হোটেলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মফিজ উদ্দীন আহমেদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.'র উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহমিনা আখতার, কাজী আব্দুর রহমান এবং মো. আবুল বাশার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব ফরিদা ইয়াসমিন। এছাড়াও সভাপতিত্ব করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এর মহাব্যবস্থাপক মো. আমিনুল হক। অনুষ্ঠানে উপস্থাপিত চারটি উদ্ভাবনী ধারণার মধ্যে অনলাইন পেনশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমকে প্রথম, অগ্রণী ঝটপট ক্যাশকে ২য় এবং পার্সোনেল লোন প্রস্তাব সহজীকরন ধারণাকে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ধারণা হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানটি সমন্বয় করেন আইটি ডিভিশনের এসপিও জয়দেব চন্দ্র হালদার।

### ময়মনসিংহে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৪ উপলক্ষে ময়মনসিংহে অগ্রণী ব্যাংক ভবনের সামনে গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে। ভূমি পুনরুদ্ধার, মরুময়তা রোধ ও খরা সহনশীলতা অর্জন - এই ভাবনায় ৫ জুন পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২৪। স্বাধীনতা ব্যাংকার্স পরিষদ ময়মনসিংহ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ সার্কেলের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. লুতফর রহমান, ময়মনসিংহ অঞ্চল প্রধান মো. রফিকুল ইসলাম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব আইয়ুব আলী এবং ছোট বাজার শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মোবারক হোসেন অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং সম্মানিত গ্রাহক, পথচারী ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের মাঝে ফলজ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করেন । অফিস সময়ের পর পড়ন্ত বেলায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য সংগঠন এর সভাপতি খন্দকার নাজমুস সাকিব ও সাধারণ সম্পাদক মো. রিয়াদুল আহসান নিপু সকলকে ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. পরিবেশ বান্ধব সবুজ অর্থায়নে একাধিকবার দেশীয় ব্যাংকগুলোর মাঝে ১ম স্থান অর্জন করেছে এবং গ্রীণ ব্যাংকিং বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

অগ্রণী ব্যাংক, ময়মনসিংহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সম্মানিত গ্রাহক, পথচারী ও ব্যাংক কর্মকর্তাদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ করছেন

## সভা ও সম্মেলন

### বিভিন্ন সার্কেলে ব্যবসায়িক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভা

#### ঢাকা সার্কেল-২

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঢাকা সার্কেল-২ এর আওতাধীন সকল অঞ্চল, কর্পোরেট শাখা প্রধান ও অঞ্চলাধীন শাখা ব্যবস্থাপকগণের ব্যবসায়িক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ এপ্রিল ২০২৪ অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। সভায় বক্তব্য রাখেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম, তাহমিনা আখতার, কাজী আব্দুর রহমান, মো. আবুল বাশার ও সোনালী ব্যাংকে সদ্য পদায়নকৃত উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শামিম উদ্দিন আহমেদ।

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আয়োজিত ব্যবসায়িক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

অগ্রণী ব্যাংকের ঢাকা সার্কেল-২ এর মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ ফজলুল করিমের সভাপতিত্বে সভায় আরও বক্তব্য প্রধান করেন মহাব্যবস্থাপক (ক্যামেলকো ও রিকভারী) এ কে এম শামীম রেজা, মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) মো. শামছুল আলম, মহাব্যবস্থাপক (আইডি) শাহীনূর সুলতানা, মহাব্যবস্থাপক (অডিট) মো. সামিউল হুদা প্রমুখ। এসময় বিভিন্ন ডিভিশনের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারী-গণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস, পরিচালন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

## খুলনা সার্কেল

খুলনায় আয়োজিত ব্যবসায়িক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র খুলনা সার্কেলাধীন অঞ্চল, কর্পোরেট শাখা প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকগণের সঙ্গে ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ব্যবসায়িক অগ্রগতি বিষয়ক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ মে ২০২৪ খুলনায় অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর। সভায় বক্তব্য রাখেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম ও মো. আবুল বাশার, মহাব্যবস্থাপক (ক্রেডিট) মো. শামছুল আলম। খুলনা সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. নূরুল হুদার সভাপতিত্বে সভায় প্রধান কার্যালয়ের প্ল্যানিং, কো-অর্ডিনেশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশনের উপমহাব্যস্থাপক খোন্দকার লুৎফুল কবীরসহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী, শাখা ব্যবস্থাপকগণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এসময় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাসকরণের পাশাপাশি আমানত বৃদ্ধি, নতুন ঋণ প্রদান, পরিচালন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

## ঢাকা সার্কেল-১

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঢাকা সার্কেল-১ এর আওতাধীন সকল অঞ্চল, কর্পোরেট শাখা প্রধান ও অঞ্চলাধীন শাখা ব্যবস্থাপকগণের ব্যবসায়িক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৭ মে ২০২৪ অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মুরশেদুল কবীর। সভায় বক্তব্য রাখেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম, তাহমিনা আখতার, কাজী আব্দুর রহমান ও মো. আবুল বাশার। অগ্রণী ব্যাংকের ঢাকা সার্কেল-১ এর মহাব্যবস্থাপক এ কে এম ফজলুল হকের সভাপতিত্বে সভায় উপস্থিত ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (রিকভারী) এ কে এম শামীম রেজা, মহাব্যবস্থাপক (পিআরডি) রুবানা পারভীন,

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আয়োজিত ব্যবসায়িক অগ্রগতি বিষয়ক আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ

মহাব্যবস্থাপক (ক্যামেলকো) মোহাম্মদ ফজলুল করিম, মহাব্যবস্থাপক (প্রধান শাখা) মুঃ আফজাল হোসেন, মহাব্যবস্থাপক (আইডি) শাহীনূর সুলতানা, মহাব্যবস্থাপক (আমিন কোর্ট কর্পোরেট শাখা) মো. হুমায়ুন কবীর, মহাব্যবস্থাপক (অডিট) মো. সামিউল হুদা ও আইন উপদেষ্টা মোহাম্মদ আলতাফ হোসাইন প্রমুখ। সভায় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধির পাশাপাশি শ্রেণীকৃত ঋণ হ্রাস, নতুন ঋণ প্রদান ও পরিচালন মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে বিশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

## ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র ১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩০ মে ২০২৪ অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত এ সভার সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত। সভায় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মন্ডল। সভায় পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক নাফিউল হাসান, কাশেম হুমায়ূন, কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু, খোন্দকার ফজলে রশিদ, মো. শাহাদাৎ হোসেন, এফসিএ এবং মোহাম্মদ মাসুদ রানা চৌধুরী, ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মুরশেদুল কবীর, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক এবং নির্বাহী পরিচালক মো. জাকির হোসেন চৌধুরী, অগ্রণী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম, তাহমিনা আখতার, কাজী আব্দুর রহমান ও মো. আবুল বাশারসহ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও নিরীক্ষা ফার্মের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত ২০২৩ সালের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। তিনি ব্যাংকের সকল ব্যবসায়িক ও আর্থিক সূচকে অগ্রগতি ও সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার একাংশ

আর্থিক প্রতষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব অমল কৃষ্ণ মন্ডল তার বক্তব্যে অগ্রণী ব্যাংকের সকল ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন। আগামীতে ব্যাংকটি সকল আর্থিক সূচকে অধিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করে রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যাংক হিসেবে শীর্ষে অবস্থান করে নিতে পারবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মুরশেদুল কবীর ২০২৩ সালে ব্যাংকের সাফল্যগাথা, ব্যবসায়িক কার্যক্রম ও আর্থিক সূচক সমূহের অবস্থা তুলে ধরে বক্তব্য প্রদান করেন। ব্যাংকের আমানত, ঋণ ও অগ্রিম, পরিচালন মুনাফা, আমদানি রপ্তানি, রেমিটেন্স, শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়সহ বিভিন্ন সেবা খাতে ব্যাংকের ভূমিকা উল্লেখ করে সমাজ তথা জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্র মালিকানাধীন এই প্রতিষ্ঠানের অবদান ও সাফল্যের বিশদ বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, ২০২৩ সালে ব্যাংকের ঋণ এবং অগ্রিম ২০২২ সালের ৭২,৯৩৮ কোটি টাকা থেকে ৭৫,৬৯৯ কোটি টাকায় উন্নিত হয়েছে, যা ২,৭৬১ কোটি টাকা বা ৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালে ব্যাংকের ঋণ-আমানত অনুপাত ৭৭%। চিত্তাকর্ষকভাবে ২০২৩ সালে ব্যাংক ১,৭১৫ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে, যা আগেরবছরের তুলনায় ৫১৩ কোটি টাকা বা ৪৩% বেশি। ২০২৩ সালে নীট সুদ আয়ে অগ্রণী ব্যাংক বেশ উন্নতি করেছে।

২০২৩ সালে নীট সুদ আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৪২ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা আগের বছরে ছিল ৪৩২ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ২৫%। সামগ্রিকভাবে, ২০২৩ সালে ব্যাংকের সুদ উপার্জনক্ষম সম্পদ ৮০,৪৭৩ কোটি টাকা যা ২০২২ সালে ছিল ৭৭,৭৫০ কোটি টাকা প্রবৃদ্ধির হার ৪%। অন্যান্য বছরের ন্যায় ২০২৩ সালেও রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক বৈদেশিক রেমিট্যান্স অর্জনে শীর্ষস্থান বজায় রেখেছে। অগ্রণী ব্যাংক ২০২৩ সালে ১১,৯৩৪ কোটি টাকার বৈদেশিক রেমিট্যান্স অর্জন করেছে, যা রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার পূর্বেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, ইসরাইল-ফিলিস্তিন সংঘাত এবং বিশ্বব্যাপী চলমান মন্দা অবস্থার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা অবস্থারকারনে ঋণগুলোর কিস্তি গ্রাহক কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার কারনে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ প্রত্যাশিত সীমায় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। তথাপি, ব্যাংক ২০২৩ সালে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে শক্তিশালী অবস্থান প্রদর্শন করেছে। অগ্রণী ব্যাংক ২০২৩ সালে শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে নগদ ৩৮৯ কোটি সহ মোট ১,৭৫১ কোটি টাকা পুনরুদ্ধার করেছে যা ২০২২ সালের তুলনায় ৬৪২ কোটি টাকা বা ৫৮% বেশী।

## বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণে মালয়েশিয়ায় সচেতনতামূলক সভা

মালয়েশিয়ায় প্রচারণা সভার একাংশ

বৈধ পথে প্রবাসী আয় প্রেরণ, সর্বজনীন পেনশন 'প্রবাস' স্কিমে অংশগ্রহণ ও অফশোর ব্যাংকিং ডিপোজিট একাউন্ট সংক্রান্ত সচেতনতামূলক প্রচারণা সভা করেছে মালয়েশিয়ায় অবস্থিত অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র সাবসিডিয়ারি কোম্পানি অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউস, মালয়েশিয়া। ২৪ জুন ২০২৪ অগ্রণী রেমিটেন্স হাউস ও মালয়েশিয়ার সিল কনসাল্ট এসডিএন বিএইচডির আয়োজনে সেলাঙ্গর রাজ্যের পোর্ট ক্ল্যাং এর পোলাও ইন্দা সানওয়ে ডাইসো ডিজিসি প্রজেক্টে এ সচেতনতামূলক প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর। সিল কনসাল্ট এসডিএন বিএইচডি মালয়েশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মো. আমিরুল ইসলাম খোকনের সভাপতিত্বে সভায় অগ্রণী

রেমিট্যান্স হাউস এসডিএন বিএইচডি, মালয়েশিয়ার সিইও এবং পরিচালক সুলতান আহমেদসহ বাংলাদেশী প্রবাসীরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণের আহবান জানিয়ে প্রবাসীদের উদ্দেশ্য প্রধান অতিথি ড. জায়েদ বখ্ত বলেন, সরকার দীর্ঘ মেয়াদে প্রবাসীদের জন্য প্রবাস স্কিম চালু করেছে। এ স্কিমের মাধ্যমে প্রবাসী বাংলাদেশিসহ দেশ উপকৃত হবে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র এ স্কিমে অংশগ্রহণ কারীদের বিনিয়োগ করা অর্থের যথাযথ ব্যবহারসহ নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে মাসিক পেনশনের নিশ্চয়তা প্রদান করবে। প্রবাসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউসের কর্মকর্তারা।

## রেমিট্যান্স প্রেরণ বিষয়ে সিঙ্গাপুরে প্রচারণা সভা

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ, সিঙ্গাপুর ও বাংলাদেশ হাইকমিশন, সিঙ্গাপুরের যৌথ উদ্যোগে বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণ, সর্বজনীন পেনশন স্কিম 'প্রবাস'

সিঙ্গাপুরে প্রচারণা সভার একাংশ

এবং অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র অফশোর ব্যাংকিং আমানত সংক্রান্ত প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ জুন ২০২৪ সিঙ্গাপুরে অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের প্রধান শাখায় সিঙ্গাপুরে কর্মরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের সাথে মতবিনিময় ও এ সংক্রান্ত প্রচারণা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হাইকমিশন সিঙ্গাপুরের মান্যবর হাইকমিশনার মো. তৌহিদুল ইসলাম এন ডি সি, অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত, অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর, বাংলাদেশ হাইকমিশন সিঙ্গাপুরের সম্মানিত কনস্যুলার এস এম আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড, সিঙ্গাপুরের পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান ও সিইও এন্ড এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মীর মো. বায়েজীদ হোসেন প্রমুখ। বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণকারী প্রবাসীদের জন্য বিভিন্ন সরকারি সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশনের মান্যবর হাইকমিশনার মো. তৌহিদুল ইসলাম এন ডি সি তথ্যবহুল আলোচনা করেন এবং প্রবাসীদের অর্থের সুরক্ষা ও ভবিষ্যতের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত বর্তমান বাংলাদেশসহ বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপট, সংকট ও সমাধানের চ্যালেঞ্জ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেন এবং দেশীয় অর্থনীতিতে বৈধ চ্যানেলের মাধ্যমে প্রেরিত রেমিট্যান্সের অবদান বিষয়ে পরামর্শমূলক বিস্তরিত আলোচনা করেন।

অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর তাঁর বক্তব্যে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটের আওতায় এফসি অ্যাকাউন্ট ও বৈদেশিক মুদ্রায় স্থায়ী আমানত (OBU-FDR) হিসাবের সুবিধা এবং প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করেন এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৈদেশিক মুদ্রায় বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশীয় মুদ্রার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থ সঞ্চয় ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন।

## অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুরের ২২তম সাধারণ সভা

সিঙ্গাপুরে অবস্থিত অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র সাবসিডিয়ারি কোম্পানি অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড সিঙ্গাপুরের ২২তম সাধারণ সভা ও ৩৭তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২৬ জুন ২০২৪ সিঙ্গাপুরের কিচের্নাস রোডে অবস্থিত একটি হোটেলে এ সভা দুটি অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সভা ও বোর্ড সভার সভাপতিত্ব করেন অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড সিঙ্গাপুর ও অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত।

সভায় অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ সিঙ্গাপুরের বোর্ড অব ডিরেক্টরস এর পরিচালক এবং অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর, পরিচালক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, সিইও এবং এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মীর মো. বায়েজীদ হোসেন, অপারেশন্স ম্যানেজার মো. আজিজুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের সেবা প্রদানকারী একাউন্টস ফার্ম 'লিংক ম্যানেজমেন্ট', লোকাল অডিট ফার্ম 'সিসি ইয়াং অ্যান্ড কোং' এবং সেক্রেটারিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডার 'ড্রিউকর্প সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড' এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজের ২০২৩ সালের ব্যবসায়িক অর্জন সংক্রান্ত পর্যালোচনা, বার্ষিক হিসাব বিবরণী অনুমোদন এবং ২০২৪ সালের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা ও বাজেট পাশ করা হয়।

অগ্রণী এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রাইভেট লিমিটেড সিঙ্গাপুরের ২২তম সাধারণ সভার একাংশ

# ■ ট্রেনিং

## ব্যাংকিং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

এবিটিআই কর্তৃক আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সেও ৮২তম ও ৮৩তমব্যাচের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তা এবং অতিথিবৃন্দ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ৮২তম ও ৮৩তম ব্যাচের ৩০ দিনব্যাপী ব্যাংকিং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়েছে।

২০ এপ্রিল ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে এ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন ও সেশন পরিচালনা করেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম। এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে সম্মানিত অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (এইচআরপিডিওডি) মো. আমিনুল হক। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ৮০ জন কর্মকর্তা অংশ-গ্রহণ করছেন। এসময় প্রধান অতিথি মো. মুরশেদুল কবীর প্রশিক্ষণার্থীদের সততা, নিষ্ঠা ও নৈতিকতার সাথে ব্যাংকিং পেশায় নিজেদেরকে পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

## প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ

প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করছেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) আয়োজিত ‘ডেভেলপমেন্ট অব লিডারশিপ কোয়ালিটি অব ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট’ শীর্ষক ৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। ২৩ মে ২০২৪ এবিটিআইয়ে কর্মশালার শেষ দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম। এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (এইচআরপিডিওডি) মো. আমিনুল হক। এসময় প্রধান অতিথি ওয়াহিদা বেগম প্রশিক্ষণার্থীদের সততা, নিষ্ঠা ও নৈতিকতার সাথে ব্যাংকিং পেশায় নিজেদেরকে নেতৃত্ব গড়ে তোলার পরামর্শ ও সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। গুরুত্বপূর্ণ এ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ও অঞ্চলের ৫৭ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

## সিএমএসএমই লোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিএমএসএমই লোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ‘অন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট এন্ড সিএমএসএমই লোন ম্যানেজমেন্ট’ শীর্ষক ৩ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ কর্মশালা ২৬ মে ২০২৪ রোববার শুরু হয়। এবিটিআইয়ে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালার উদ্বোধন ও সেশন পরিচালনা করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব) ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম। এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (এইচআরপিডিওডি) মো. আমিনুল হক। কর্মশালায় ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার শাখা ব্যবস্থাপকসহ ৫৫জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

## ক্রেডিট অপারেশন এন্ড ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ক্রেডিট অপারেশন এন্ড ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা শুরু হয়েছে। ২ জুন ২০২৪ প্রধান অতিথি হিসেবে এ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র উপব্যবস্থাপনা

ক্রেডিট অপারেশন এন্ড ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

পরিচালক ওয়াহিদা বেগম। এবিটিআই-এর পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক (এইচআরপিডিওডি) মো. আমিনুল হক। কর্মশালায় অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ৫১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন।

## প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান

ক্রেডিট অপারেশন অ্যান্ড ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী দিনে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত ক্রেডিট অপারেশন অ্যান্ড ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী দিনে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণকরা হয়েছে। ৬ জুন ২০২৪ সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর। এসময় উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম, মহাব্যবস্থাপক (এইচআরপি ডিওডি) মো. আমিনুল হক ও এবিটিআই এর অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন এবিটিআইয়ের পরিচালক ও উপম হাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিম। কর্মশালায় ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার ৫১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

## স্যুট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক কর্মশালা

স্যুট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার একাংশ

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (এবিটিআই) কর্তৃক আয়োজিত স্যুট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৯ জুন ২০২৪ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন ও সেশন পরিচালনা করেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. মুরশেদুল কবীর। এবিটিআইয়ের পরিচালক ও উপমহাব্যবস্থাপক মো. রেজাউল করিম সভাপতিত্বে কর্মশালায় ব্যাংকের বিভিন্ন ডিভিশন, সার্কেল, অঞ্চল ও শাখার ৪৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

# ■ চুক্তি

## মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত

মাউশির সাথে অগ্রণী ব্যাংকের চুক্তি স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠানের একাংশ

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) সঙ্গে পারফরমেন্স বেজড গ্র্যান্টস ফর সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউশনস (পিবিজিএসআই) স্কিম, এসইডিপি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি। ৫ মে ২০২৪ মাউশি'র কনফারেন্স রুমে এক অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদও অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মো. মুরশেদুল কবীর চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (ক্যামেলকো) মোহাম্মদ ফজলুল করিম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. এ কে এম শফিউল আজম, স্কিম পরিচালক প্রফেসর চিত্ত রঞ্জন দেবনাথ ও প্রফেসর সৈয়দ মাহফুজ আলী, অগ্রণী ব্যাংকের জাতীয় প্রেস ক্লাব কর্পোরেট শাখার উপমহাব্যবস্থাপক জাকিয়া পারভীন ও প্ল্যানিং, কো-অর্ডিনেশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশনের উপমহাব্যস্থাপক খোন্দকার লুৎফুল কবীর, মাউশি'র উপপরিচালক শাহনাজ পারভীন কাজলসহ দুই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

## খাদ্য অধিদপ্তরের চুক্তি স্বাক্ষরিত

খাদ্য অধিদপ্তরের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত অনুষ্ঠানের একাংশ

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খাদ্য অধিদপ্তরের সঙ্গে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্পের প্যাকেজ জিডি-২৭ এর আওতায় ফুড স্টক মার্কেট মনিটরিং সিস্টেম সফটওয়্যার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি। ২০ মে ২০২৪ খাদ্য অধিদপ্তরের কনফারেন্স রুমে এক অনুষ্ঠানে খাদ্য অধিদপ্তরের পক্ষে অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন ও অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক কাজী আব্দুর রহমান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এসময় অগ্রণী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক (ক্যামেলকো) মোহাম্মদ ফজলুল করিম, প্ল্যানিং, কো-অর্ডিনেশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশনের উপমহাব্যস্থাপক খোন্দকার লুৎফুল কবীর, খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো) মো. মাহবুবুর রহমান, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) আব্দুস সালাম, পরিচালক (সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন) রেজা মোহাম্মদ মহসিন, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এস এম মিজানুর রহমান, পরিচালক (সংগ্রহ) মো. মনিরুজ্জামানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

## ■ যোগদান

### পরিচালক হলেন নাফিউল হাসান

নাফিউল হাসানকে অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান,প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র পরিচালক পদে যোগদান করেছেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক-১ (অতিরিক্ত সচিব) নাফিউল হাসান। ১৬ মে ২০২৪ তিনি পরিচালক হিসেবে যোগদান করলে অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মুরশেদুল কবীরসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ ও ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান। বিসিএস ১৮ ব্যাচের কর্মকর্তা নাফিউল হাসান তার কর্মজীবনে বেসামরিক পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের পিপিপি পলিসি কনসালটেন্ট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক, ন্যাশনাল ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট প্রকল্পের উপ প্রকল্প পরিচালক, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপসচিবসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং মাঠ প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) এবং পরবর্তীতে পাবলিক পলিসি এন্ড ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্ন, অস্ট্রেলিয়া হতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিষয়ে একজন সার্টিফাইড প্রফেসনাল।

### নতুন ডিএমডি তাহমিনা আখতার

তাহমিনা আখতার

রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে ২৫ এপ্রিল যোগদান করেছেন তাহমিনা আখতার। ২৪ এপ্রিল ২০২৪ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব মো. জেহাদ উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে অগ্রণী ব্যাংকে তাকে পদায়ন করা হয়। যোগদান পূর্বে তিনি রূপালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তাহমিনা আখতার ১৯৯৮ সালে বিআরসি'র মাধ্যমে সিনিয়র অফিসার পদে রূপালী ব্যাংকে যোগদান করেন। চাকরির বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি রূপালী ব্যাংকে বিভিন্ন শাখায় শাখা ব্যবস্থাপক, প্রধান কার্যালয়ের সংস্থাপন ও কল্যাণ বিভাগ, অডিট ও ইনস্পেকশন বিভাগ, অর্থ প্রশাসন বিভাগ এবং হেড অব ট্রেজারী হিসেবে ট্রেজারী বিভাগে কাজ করেন। এছাড়াও রূপালী ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে প্রিন্সিপাল ও জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে এবং বিভাগীয় প্রধান হিসেবে বিভাগীয় কার্যালয় বরিশাল ও ঢাকা উত্তর বিভাগে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্যাংকিং তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বৈদেশিক ডিলিং ব্যবসায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাহমিনা আখতার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগ হতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ (আইবিবি)-এর একজন সম্মানিত ডিপ্লোমেট এসোসিয়েট। তিনি ভারত, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, মিশর ও সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমন ও ব্যাংকিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

তাহমিনা আখতার ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলার সেখদী গ্রামে। তাঁর স্বামী প্রফেসর ড. মো. আলী নূর বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি এর উপ-উপাচার্য হিসেবে কর্মরত আছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক সন্তানের জননী।

### নতুন ডিএমডি কাজী আব্দুর রহমান

কাজী আব্দুর রহমান

রাষ্ট্রায়ত্ত অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) হিসেবে ২৫ এপ্রিল যোগদান করেছেন কাজী আব্দুর রহমান। ২৪ এপ্রিল ২০২৪ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব মো. জেহাদ উদ্দিন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে অগ্রণী ব্যাংকে তাকে পদায়ন করা হয়।

যোগদান পূর্বে তিনি রূপালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। কাজী আব্দুর রহমান ১৯৯৮ সালে ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটি (বিআরসি)-এর মাধ্যমে সিনিয়র অফিসার হিসেবে রূপালী ব্যাংকে যোগদানের মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবন শুরু করেন। চাকরির বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংকে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে স্থানীয় কার্যালয়, রাজশাহী, রংপুর ও ঢাকা (দক্ষিণ) এর বিভাগীয় প্রধান, জোনাল হেডসহ বিভিন্ন শাখার শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে সততা, নিষ্ঠা ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। কাজী আব্দুর রহমান বিআইবিএম, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ দেশে ও বিদেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ করেন। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এমবিএ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলাধীন সৈয়দ মহল্লা গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

## ■ পদোন্নতি

### উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হলেন মো. আবুল বাশার

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেলেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.'র মহাব্যবস্থাপক মো. আবুল বাশার। তিনি ১৯৯৩ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে অগ্রণী ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেন। কর্মজীবনের শুরুতে তিনি আর্থিক খাত সংস্কার প্রকল্পে (FSRP) গবেষণা সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্যাংকটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্পোরেট শাখার শাখা প্রধান, বিভাগীয় প্রধান এবং সার্কেল প্রধান হিসেবে সততা, দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত অগ্রণী ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ এর সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

মো. আবুল বাশার

তিনি অগ্রণী ব্যাংক সহ অন্যান্য ব্যাংকের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালায় বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে গেষ্ট স্পিকার হিসেবে সেশন পরিচালনা করে থাকেন। পেশাগত প্রয়োজনে জনাব বাশার দেশে, বিদেশে বিভিন্ন সেমিনার এবং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। তিনি মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ভারত, নেপাল সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেন।

ছাত্রজীবনে মো. আবুল বাশার একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি বোর্ড স্ট্যান্ডধারী এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১ম শ্রেণী প্রাপ্ত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে এমবিএ করেন। মো. আবুল বাশার চাঁদপুর জেলার মতলব পৌরসভাস্থ নবকলস গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত আব্দুস সাত্তার মিঞা ও মাতা মিসেস শাহানা আক্তার। তিনি তিন কন্যা সন্তানের গর্বিত জনক এবং তাঁর স্ত্রী কলেজ শিক্ষিকা ছিলেন।

### ডিএমডি হলেন শামিম উদ্দিন আহমেদ

মো. আবুল বাশার

উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডি-এমডি) হিসেবে পদোন্নতি পেলেন অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি'র মহাব্যবস্থাপক শামিম উদ্দিন আহমেদ। গত ৯ এপ্রিল ২০২৪ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক প্রজ্ঞাপনে এ পদোন্নতি প্রদান করা হয়। শামিম উদ্দিন আহমেদ ১৯৯৩ সালে অগ্রণী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদান করে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি অগ্রণী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা ও কর্পোরেট শাখা প্রধান, প্রধান কার্যালয়ে বিভাগীয় প্রধান, বিভিন্ন সার্কেলের সার্কেল প্রধান হিসেবে সততা, দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। শামিম উদ্দিন আহমেদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ সম্পন্ন করেন। তিনি ব্যাংকিং বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালায় অংশ নিতে নেপাল, সংযুক্ত আরবআমিরাত (দুবাই), সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

### সহকারী মহাব্যবস্থাপক থেকে উপমহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি পেলেন ১৯ জন

১৩/০৬/২০২৪ তারিখে ব্যাংকের স্বার্থে অধিকতর অবদান রাখার লক্ষ্যে ১৯ জনকে উপমহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। তারা হলেন যথাক্রমে– আসমা জামান (শাখা প্রধান, উত্তরা মডেল টাউন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), ফয়েজ আহমদ (বিভাগীয় প্রধান, ফরেন রেমিটেন্স ডিভিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা), গোপাল চন্দ্র গাইন (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, যশোর), শাহ মোহাম্মদ বিল্লাল (শাখা প্রধান, ওয়াসা কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), মো. তরিকুল ইসলাম (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা), মো. মোকাররক আলী (শাখা প্রধান, সাহেব বাজার কর্পোরেট শাখা, রাজশাহী), হোসনে আরা খানম (মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, ময়মনসিংহ সার্কেল, ময়মনসিংহ), ডা. ইন্দিরা চৌধুরী (এইচআর প্লানিং, ডিপ্লয়মেন্ট এন্ড অপারেশনস ডিভিশন (এইচআর) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা), মো. আবদুল করিম সেখ (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ), মো. মশিউর রহমান (অডিট কমপায়েন্স ডিভিশন (অভ্য:) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ), শিরীন আখতার (ফরেন এক্সচেঞ্জ কর্পোরেট শাখা, ঢাকা), খন্দকার রিয়াজুল হাসান (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, গাজীপুর), মো. মশিউল ইসলাম (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, সাতক্ষীরা), মঞ্জুর হোসেন (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, মাদারীপুর), আলাউদ্দিন আহমেদ (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া), মোহাম্মদ ফয়ছল মোর্শেদ (শাখা প্রধান, আগ্রাবাদ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম), মো. মিজানুর রহমান সরকার (মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, বরিশাল সার্কেল, বরিশাল), তাপস কুমার

বিশ্বাস (মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, খুলনা সার্কেল, খুলনা), বিধান চন্দ্র মল্লিক (অঞ্চল প্রধান, আঞ্চলিক কার্যালয়, গোপালগঞ্জ)।

পদোন্নতিপ্রাপ্ত সকলকে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

## সহকারী মহাব্যবস্থাপক থেকে উপমহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি

৩০/০৬/২০২৪ তারিখে ব্যাংকের স্বার্থে অধিকতর অবদান রাখার লক্ষ্যে মো. ছায়েফ উদ্দীনকে উপমহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। তিনি পদোন্নতির প্রেক্ষিতে অঞ্চল প্রধান (আঞ্চলিক কার্যালয়, নোয়াখালী) হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পদোন্নতিপ্রাপ্ত মো. ছায়েফ উদ্দীনকে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়াহিদা বেগম আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

## শোকসংবাদ

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.,মাতুয়াইল শাখা, ঢাকায় কর্মরত অফিসার জনাব মো. শাহ্জালাল সরকার, পিতা- আবদুল মবিন সরকার ০৮-০৪-২০২৪ তারিখ আনুমানিক রাত ১২:০০ ঘটিকায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আজগর আলী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর ৩মাস। তিনি স্ত্রী এক পুত্র ও এক কন্যাসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
তিনি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে ১৯৮৫ সালে Field Assistant হিসেবে যোগদান করেন।

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি.,দত্তের হাট শাখা, নোয়াখালীতে কর্মরত প্রিন্সিপাল অফিসার ও দ্বিতীয় কর্মকর্তা জনাব মো. মোস্তফা কামাল, পিতা- মৃত আজিজুল হক, ১৫-০৪-২০২৪ তারিখ সকাল ০৯:০০ ঘটিকায় স্ট্রোক জনিত কারণে গুডহিল হাসপাতাল, মাইজদী, নোয়াখালীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর ৪ মাস ৮ দিন। তিনি মাতা, স্ত্রী এক পুত্র ও দুই কন্যাসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
তিনি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে ১৯৮৮ সালে সিএলডিএ (CLDA) হিসেবে যোগদান করেন।

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., জামালপুর শাখা, জামালপুরে কর্মরত ড্রাইভার কাম সুপারভাইজার জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম, পিতা- মৃত নায়েব আলী, ১৬-০৪-২০২৪ তারিখ রাত ১২:৪৫ ঘটিকায় স্ট্রোক জনিত কারণে জামালপুর সদর হাসপাতাল, জামালপুর-এ, চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাই-হি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর ৪ মাস ৯ দিন। তিনি স্ত্রী তিন পুত্র ও দুই কন্যাসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন। তিনি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডে ১৯৮৭ সালে ড্রাইভার হিসেবে যোগদান করেন।

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., বিসিক শাখা, কুমিল্লায় কর্মরত সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ও শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মো. আবু আবছার মাছুম, পিতা-মৃত মো.আব্দুল ওয়াদুদ, কিডনি জনিত জটিলতার কারণে কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও রিসার্চ ইন্সটিটিউট, মিরপুর, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় ০৫-০৫-২০২৪ তারিখ আনুমানিক বিকাল ০৪.০০ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪১ বছর ২ মাস ২৩ দিন । তিনি মাতা, স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
তিনি অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এ ২০১২ সালে সিনিয়র অফিসার হিসেবে যোগদান করেন।

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকা পূর্ব - এ কর্মরত এটর্নী এ্যাসিসট্যান্ট জনাব মো. মোস্তফা কামাল, পিতা- মো. আরব আরী মাদবর, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নিজ বাসভবনে ২৬-৫-২০২৪ তারিখ আনুমানিক রাত ২.৩০ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর ৩ মাস ১১ দিন । তিনি স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
তিনি অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এ ১৯৯২ সালে পিয়ন কাম চৌকিদার হিসেবে যোগদান করেন।

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., প্লানিং, কো-অর্ডিনেশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশন, প্রধান কার্যালয় - এ কর্মরত কেয়ারটেকার-২ জনাব মো. হাসান, পিতা-মৃত মো. ইরুল হক, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ এর নিজ বাসভবনে ০৩-০৬-২০২৪ তারিখ আনুমানিক সকাল ৮ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর ২ দিন । তিনি স্ত্রী, এক মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
তিনি অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এ ২০১২ সালে এমএলএসএস হিসেবে যোগদান করেন।

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., ঝিনাইদহ শাখা, ঝিনাইদহ- এ কর্মরত অফিসার (ক্যাশ) জনাব মো. চঞ্চল হোসেন, পিতা- মো. আব্দুল মজিদ, শাখায় কর্তব্যরত অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হন। তাকে দ্রুত ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহে নেয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ০৯-০৬-২০২৪ তারিখ বিকাল ৪.২০ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। কর্তব্যরত চিকিৎসক স্ট্রোক জনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে মর্মে অবহিত করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর ৩ দিন । তিনি পিতা,মাতা, স্ত্রী, দুই মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
তিনি অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এ ২০১৫ সালে অফিসার (ক্যাশ)

হিসেবে যোগদান করেন।

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., মহাব্যবস্থাপকের সচিবালয়, কুমিল্লা সার্কেল, কুমিল্লায় কর্মরত সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মোহাম্মদ হাসান জামিল, পিতা- মৃত হারুনুর রশিদ, ১৮-৬-২০২৪ তারিখ রাত ৯.৩৫ ঘটিকায় হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। কর্তব্যরত চিকিৎসক স্ট্রোক জনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে মর্মে অবহিত করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৩ বছর ৬ মাস ১৭ দিন । তিনি মাতা, স্ত্রী, এক কন্যা, এক পুত্রসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
তিনি অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এ ২০০৬ সালে সহকারী প্রোগ্রামার হিসেবে যোগদান করেন।

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি., গোপালগঞ্জ শাখা, সিলেট-এ কর্মরত কেয়ার টেকার-১ জনাব মো. মঈন আলী, পিতা- মৃত মো. মাসুক আলী, স্ট্রোক চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ২৯-০৬-২০২৪ দুপুর ১.৩০ ঘটিকায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর ২ মাস ২৮ দিন । তিনি মাতা, স্ত্রী, এক কন্যা, দুই পুত্রসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।
তিনি অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি. এ ১৯৯৩ সালে এমএলএসএস হিসেবে যোগদান করেন।

মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তারা নিজ দায়িত্বের প্রতি অবিচল থেকে ব্যাংকিং সেবা দিয়ে গেছেন। সৎ, দক্ষ ও পরিশ্রমী কর্মকর্তাদের হারিয়ে অগ্রণী ব্যাংকের সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

## বাংলাদেশের লিজেন্ড ব্যাংকার লুৎফর রহমান সরকার

পারভীন আক্তার

লুৎফর রহমান সরকার এ দেশের ব্যাংকিং জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম। বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থাকে যাঁরা আধুনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন লুৎফর রহমান সরকার তাঁদের একজন। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর হাতেই আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। তিনি বগুড়া জেলার ফুলকোট গ্রামে ১৯৩৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে বগুড়া ডোমাজানী হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫১ সালে আইএ (কলা) ও ১৯৫৩ সালে বগুড়ার আজিজুল হক কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। ১৯৫৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

লুৎফর রহমান সরকার

**কর্মজীবন** : ১৯৫৬ সালে রেডিও পাকিস্তানের ব্রডকাস্টিং হাউজে মনিটরিং বিভাগে বিশ্লেষক হিসেবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করলেও পরে তিনি ১৯৫৭ সালে তদানীন্তন হাবিব ব্যাংকে প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে যোগদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং জগতে তাঁর পথচলা শুরু করেন। চাকরির সুচনালগ্ন থেকেই তাঁর ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৬৪ সালে লন্ডন থেকে উচ্চতর ব্যাংকিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ ছাড়াও তিনি অনেক দেশি বেদেশি ব্যাংকিং প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালে তিনি মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক এবং অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক এই তিনটি ব্যাংক সমন্বয়ে গঠিত রুপালী ব্যাংকের ডিজিএম এবং ১৯৭৬ সালে অগ্রণী ব্যাংকের জিএম নিযুক্ত হন। সুদীর্ঘ ৪৮ বছরের ব্যাংকিং জীবনে তিনি একাধিক ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তিনি ১৯৮২-৮৩ সালে অগ্রণী ব্যাংকে, ১৯৮৩-৮৪ সালে সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন। ১৯৮৮-১৯৯৪ সময়কালে তিনি ইসলামী ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বপালন করেন। ১৯৯৬-১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদে দায়িত্বপালন করেন। পরে তিনি ২ জুন ১৯৯৯ থেকে ১৪ এপ্রিল ২০০৫ পর্যন্ত মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। এছাড়াও তিনি ১৯৭৫ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেছেন।

## গণমুখী ও উদ্ভাবনী ব্যাংকিংয়ের প্রবর্তন :

লুৎফর রহমান সরকারকে বলা হয় 'গণমুখী ব্যাংকিংয়ের জনক'। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হবার পর ব্যাংক জাতীয়করণ করা হলে তাঁকে রূপালী ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এতদিন যে ধনীকমুখী (Class Banking) ব্যাংকিং হয়ে আসছিল তার বিরুদ্ধে তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। এ ব্যাপারে সবার কাছে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য এবং লেখনির মাধ্যমে গণমুখী ব্যাংকিংয়ের (Mass Banking) কথা বলতে লাগলেন। কাজটি সহজ ছিল না। সাধারণ মানুষকে ব্যাংকিংয়ের আওতায় আনার জন্য তাঁকে অনেক উদ্ভাবনী এবং সৃজনশীল কাজ করতে হয়েছিল। সেবা দিতে হলে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছাতে হবে সে লক্ষ্যে তিনি গ্রামগঞ্জে দ্রুত ব্যাংক শাখা সম্প্রসারণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। লুৎফর রহমান সরকার বিশ্বাস করতেন শুধু মুনাফার জন্য ব্যাংকিং নয় মানুষের কল্যাণের জন্য ব্যাংকিং হতে হবে। তাই সীমিত আয়ের মানুষের কথা বিবেচনায় এনে তিনিই প্রথম ব্যাংকিং প্রোডাক্ট হিসেবে মাসিক সঞ্চয় প্রকল্প, মাসিক মুনাফা প্রকল্প, দ্বিগুণ বৃদ্ধি আমানত, রিকশাচালক, ভ্যানচালক থেকে শুরু করে মেহনতি মানুষের জন্য ঋণদান প্রকল্পসমূহ প্রচলন করেছিলেন। এতে সামর্থ্যবানরা সঞ্চয়ে এগিয়ে আসে এবং বাংলাদেশিরা সঞ্চয়ী হতে শেখে। সে সময়ে ডিপিএস (ডিপোজিট পেনশন স্কিম) এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে সামর্থ্যবান এমন মানুষ খুব কমই ছিলেন, যারা ডিপিএস হিসাব খোলেননি। গ্রাহকদের জন্য এটি ছিল একটি লাভজনক প্রকল্প। ডিপিএস-এর টাকা জমিয়ে অনেকে জমি কিনেছেন, মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। শুধু ডিপিএস নয়, তিনি ছিলেন নতুন নতুন ধারণার প্রবর্তক। দেশীয় ব্যাংকগুলোতে তিনি ডিপোজিট পেনশন স্কিম, আজীবন পেনশন স্কিম, কনজ্যুমার ক্রেডিট, হোম লোন, হায়ার পারচেজ, লিজ ফাইন্যান্স, ক্যাপিটাল মার্কেট অপারেশন, নারী উদ্যোক্তা, ঋণ চালু করেন। তিনিই দেশে প্রথম ভোগ্য পণ্য ঋণ প্রবর্তন করেন। স্বল্পআয়ের চাকরিজীবী মানুষেরা তাদের নিত্যব্যবহার্য পণ্য ক্রয় করার ক্ষেত্রে এই ঋণ প্রকল্প থেকে উপকৃত হতেন।

লুৎফর রহমান সরকার ব্যাংকিংকে পৌঁছাতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায়। ছোট পুঁজির ব্যবসাকে তিনি উৎসাহিত

রিকশাচালকদের ঋণ বিতরণের সময়
লুৎফর রহমান সরকারের আলাপচারিতা

করতেন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পথের মানুষ, স্বল্প আয় ও সীমিত আয়ের মানুষদের জন্য তিনি বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছিলেন। শ্রমিকদের ব্যাংক হিসাব খোলার ব্যবস্থা করেছেন। রিকশা চালকদের রিকশার মালিক বানানোর লক্ষ্যে তিনি ব্যাপকভাবে রিকশঋণ দিয়েছেন।

ঠেলাগাড়ির চালকদেরও ছোট ছোট ঋণ দিয়েছেন। ভ্যানচালকদের ঋণদানে তিনিই সূচনা এবং গতিসঞ্চার করেছিলেন। যুগান্তকারী পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প প্রবর্তনেও তিনি ভূমিকা পালন করেন। সে সময়ে ব্যাংকিং শিল্পে লুৎফর রহমান সরকার সম্পর্কে অনেক গল্প কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি হাঁটতে হাঁটতে বিনিয়োগ করতেন। পথে পথে ব্যাংকের টাকা বিলি করতেন। সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে এক শাখা পরিদর্শনে গিয়ে তিনি দেখলেন কিছু লোক ঘরের বাইরের পিড়ায় বসে আছেন অলসভাবে। পেশায় তারা জেলে। তিনি শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে জানতে চান তাদের জাল আছে কি না, পুঁজি আছে কি না। শেষে তিনি বলেন ওদের মূলধন ঋণ দিন, আমি স্বাক্ষর করে দিচ্ছি। কিংবা তিনি যখন কোন ফেরীতে নদী পার হচ্ছেন তখন ফেরীতে চরনদারদের মধ্যে কাউকে উদ্যোগী হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে দাঁড়িয়েই তার জন্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে দিলেন। তাঁর কথা ছিল কোটিপতিরা বিনিয়োগ নিয়ে ফেরত না দিলে একটি পরিবারের কাছে যে টাকা আটকা পড়ে তার দ্বারা শত শত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা গড়ে তুলে বহু পরিবারের উপকার করা সম্ভব।

**গ্রাহক সমাবেশ ব্যবস্থা চালুকরণ :** জনসম্পৃক্ততার জন্য তিনি গ্রাহক সমাবেশ প্রচলন করেছিলেন। গ্রাহকরা সমবেতভাবে সরাসরি ব্যাংকারদের কাছে তাদের সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা বলতে পারতেন। পক্ষান্তরে ব্যাংকাররাও বুঝতে পারতেন যে এখন গ্রাহকদের জন্য কি করতে হবে। গ্রাহক তথা জনসাধারণের সামনে ব্যাংকারদের দাঁড় করিয়ে তাদের অন্তর্মুখিতা ভেঙে দিতেন। গণবিমুখিতা থেকে সেকেলে ব্যাংকারদের বের করে আনার প্রয়াসে যাঁরা অবদান রেখেছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্যে সামনের সারিতে রয়েছেন।

**মিশুক প্রকল্প প্রবর্তন :** মিশুক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ব্যাংকিং সেবায় অনেক বড় রকমের একটা পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর দেওয়া 'আয় থেকে দায় শোধ' শ্লোগান নিয়ে চালু হয় মিশুক প্রকল্প, যা দিয়ে অনেক নিম্নআয়ের মানুষ স্বাবলম্বী হয়েছিলেন।

**কৃষিকেন্দ্র প্রকল্পের (এগ্রো সার্ভিস সেন্টার) প্রবর্তন :** এ প্রকল্পটি পরীক্ষামূলকভাবে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ শাখা থেকে প্রথম চালু করা হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিল কৃষকদের উৎপাদনমুখী কাজে প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জামাদি ও উৎপাদনসমূহের মজুত গড়ে তোলা ও স্থানীয়ভাবে ঋণের আকারে তা সরবরাহের ব্যবস্থা করা।

**স্কুল ব্যাংকিংয়ের প্রবর্তন :** স্বাধীন বাংলাদেশে স্কুল ছাত্রদের ব্যাংকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়াসে লুৎফর রহমান সরকার স্কুল ব্যাংকিংয়ের প্রসার ঘটিয়েছিলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলাই ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য, যাতে তারা স্বনির্ভর নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

রাখতেও সক্ষম হবে। বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে দেশের লক্ষ বেকার।"

**বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান প্রকল্প (বিকল্প) :** ছাত্রদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে লুৎফর রহমান সরকার ১৯৮২ সালে সোনালী ব্যাংকের এমডি থাকা অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান প্রকল্প (বিকল্প) চালু করেন।

এ প্রকল্প চালুর উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয় সেখানে প্রকল্প পরিচালক ছিলেন সোনালী ব্যাংকের এ কিউ সিদ্দিকী, এই কমিটিতে আরও ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন অধ্যাপক এবং সোনালী ব্যাংকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার শাখা ব্যবস্থাপক। এ প্রকল্পের অধীনে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে সদ্য পাশ করা ছাত্ররা শুধু শিক্ষাসনদের মূল কপি ব্যাংকে জমা রেখে ২০ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিতে পারত। এই কর্মসূচির অধীনে মোট ৩৬টি খাত নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর মধ্যে কিছু কিছু বিশেষ খাত চিহ্নিত করা হয়, যাতে শুধু চিকিৎসক, প্রকৌশলী বা কৃষিবিদরাই ঋণ পেত।

স্কুল ব্যাংকিংয়ে লুৎফর রহমান সরকার ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান

**শিক্ষিত স্বল্পশিক্ষিত ও অপ্রশিক্ষিত তরুণদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তাদের উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরিকরণ :** বেকারত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশে লুৎফর রহমান সরকার নামটি জ্যোতির্ময় সূর্যের মতন জ্বলজ্বল করতে থাকা এক নক্ষত্র। ছাত্রদের প্রায়োগিক শিক্ষা প্রদান এবং তাদের কর্মসংস্থানে লুৎফর রহমান সরকারের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি মনে করতেন তরুণেরা হচ্ছে 'হোপ ফর দ্যা ফিউচার'। প্রায়ই তিনি বলতেন, "ছাত্ররা লেখাপড়া শিখে শুধু চাকরি নির্ভর হবে কেন? কেন চাকরির জন্য ঘুরবে দ্বারে দ্বারে? তারা তাদের মেধা ও শ্রম দিয়ে আত্মকর্মসংস্থান করবে; আর ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসতে হবে, তাদের সেই উদ্যোগ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করতে। তাহলে ছাত্রদের তীর্থের কাকের মতন আর অপেক্ষা করতে হবে না সরকারি চাকরির জন্য, বরং ব্যাংকের অর্থসহযোগিতায় তাদের অন্তর্নিহিত মেধা ও প্রতিভার যথার্থ ব্যবহারে আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি তারা জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ ও প্রবৃদ্ধিতে অবদান

খাতগুলোর মধ্যে ছিল পরিবহন ব্যবসা, মেডিক্যাল ক্লিনিক, প্রিন্টিং প্রেস, টেক্সটাইল মিলস, ফার্মাসিউটিক্যালস, বরফকল, গার্মেন্টস, ফটোস্ট্যাট দোকান, কৃষি খামার, হস্তশিল্প, শপিং সেন্টার, হাঁসমুরগির খামার, হোটেল, আবাসিক হোটেল, শিশু শিক্ষালয় ইত্যাদি প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করেন। হাজার হাজার উচ্চশিক্ষিত বেকার বিকল্পে যোগ দিয়ে তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ারসহ উচ্চশিক্ষিত চারশত উদ্যোক্তার জন্য মাত্র দশ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে সহস্রাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল এই বিকল্পে। মূল সার্টিফিকেট জমা রেখে বিনা জামানতে ঋণ প্রদানের প্রচলন তাঁরই কীর্তি।

তাঁর এই অবদানের কথা স্বীকার করে লুৎফর রহমান সরকারকে একটি জাতীয় সংবর্ধনা দেয়া হয়, যার উদ্যোক্তা ছিল বিবিটিএ, এবিবি, আইবিবি, বিআইবিএম। এসকল প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে 'মরহুম লুৎফর রহমান সরকার স্মরণে' শীর্ষক একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

**ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম :** শিক্ষা বিস্তারের প্রতি লুৎফর রহমান সরকারের ছিল প্রবল আগ্রহ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের খণ্ডকালীন শিক্ষক ছিলেন। বাণিজ্য অনুষদের ছাত্রদের শিক্ষা শেষে তাদের প্রায়োগিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে তিনিই প্রথম অগ্রণী ব্যাংকে ব্যাপকভাবে ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম প্রচলন করেছিলেন।

**আর্ন হোয়াইল ইউ লার্ন (জ্ঞান অর্জনের অবকাশে অর্থ উপার্জন) প্রকল্প প্রবর্তন :** বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অবকাশ সময় গ্রামাঞ্চলে কাজে লাগানো এবং তাদের পড়াশুনার ব্যয়নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করাই ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। এ গ্রামমুখী নতুন প্রকল্পটি ছিল একাধারে শিক্ষামূলক এবং উপার্জনমুখী।

**শিক্ষাঋণ প্রকল্প :** গরিব মেধাবী ছাত্র যারা অর্থাভাবে ঠিকমত লেখাপড়া চালিয়ে নিতে পারছিল না, তাদের জন্য তিনি শিক্ষাঋণ প্রকল্প চালু করেছিলেন। ছাত্ররা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে লেখাপড়া করত আবার ব্যাংকই তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করত এবং সেই উপার্জন থেকে ব্যাংকঋণ পরিশোধের সুযোগ পেত। এছাড়াও তিনি বুয়েট, মেডিকেল ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যাংকে বেশকিছু প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছিলেন। যেসব ছাত্র কয়েকটি টিউশনি করে, কিংবা অন্যধরনের অমানুষিক পরিশ্রম করে লেখাপড়া চালাতে হিমসিম খেতো তাদের জন্য চালু করেছিলেন খণ্ডকালীন চাকরি, ফলে তারা সম্মানজনক উপার্জন দিয়ে সুষ্ঠুভাবে লেখাপড়া চালিয়ে নিতে পারত।

**ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অগ্রণী ব্যাংক লেকচার ফান্ড সৃষ্টি :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জ্ঞান বিকাশের জন্য অগ্রণী ব্যাংক ১৯৮৫-১৯৮৬ সালে ১০ লক্ষ টাকার একটি ফান্ড এফডিআর-এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর প্রদান করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এফডিআরের সুদ থেকে অর্জিত আয় বিশেষত বাণিজ্য অনুষদের ছাত্রদের জন্য প্রতি বছরে দুবার 'অগ্রণী ব্যাংক লেকচার সিরিজ'-এর আয়োজন করা। লুৎফর রহমান সরকার অগ্রণী ব্যাংকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত অবস্থায় এই লেকচার সিরিজটির আয়োজনের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে হুমায়ূন হামিদ ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে যোগদানের পর তা বাস্তবায়ন করেন। উক্ত এফডিআরটির সুদের আয় থেকে প্রকাশনা অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার খরচগুলো বহন করা হত মূল লেকচার প্রদানকারী এবং আলোচকদের একটা সম্মানী, সেমিনার আয়োজন ও আপ্যায়নের খরচের পেছনে।

**কর্মসংস্থান ব্যাংক তৈরির ভাবনা :** বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর নিযুক্ত হবার পর লুৎফর রহমান সরকার এমন একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন যেটির কাজ হবে দেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অপ্রশিক্ষিত বেকারদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। তার সেই ভাবনা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্তমানের কর্মসংস্থান ব্যাংক। বিকল্পের মাধ্যমে শুধু উচ্চশিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, কিন্তু কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব বেকারদের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

**ঋণ প্রদানের জন্য নতুন নতুন সেক্টরের অনুসন্ধান :** নতুন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। যখন কোন নতুন উদ্যোক্তা আসতেন তাঁর চেম্বারে তখন তিনি তাদের সাথে কথা বলে, বাজার বিশ্লেষণের ক্ষমতা, চিন্তার দৃঢ়তা, সংযম-সততা ও উদ্যম দেখে ঝুঁকি নিয়ে ঋণ দিয়েছেন। সে সময়ে সাধারণত ব্যাংকারেরা নতুন কোন সেক্টরে ঋণ দিতে চাইতেন না। কিন্তু লুৎফর রহমান সরকার মেডিক্যাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার, সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি, স্থাপত্যকলার মত সেক্টরে ঋণ সহায়তা করেছেন। দেশের সকল প্রকার জনগণকে ব্যাংকিংয়ের আওতায় এনে তাদের অবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে লুৎফর রহমান সরকার আরও কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হকার পুনর্বাসন প্রকল্প, ডাক্তার বিনিয়োগ প্রকল্প, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসায় বিনিয়োগ প্রকল্প, মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প।

**গ্রন্থ প্রকল্প :** সবার জন্য জ্ঞানার্জন সুগম করার লক্ষ্যে বইপুস্তকের সহজলভ্যতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বিষয়। কিন্তু দেশের প্রকাশনা শিল্পের অবস্থা সে সময়ে ছিল সঙ্কটপূর্ণ। এ সঙ্কট দূর করে বইয়ের প্রকাশনা ও বিক্রয়কে উৎসাহিত করার উদ্দেশে সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকাকালীন অবস্থায় লুৎফর রহমান সরকার বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সহযোগিতায় সোনালী ব্যাংক গ্রন্থ উন্নয়ন ও বিক্রয় প্রকল্প নামে একটি গ্রন্থ প্রকল্প প্রনয়ণ করেন। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে পুস্তক বিক্রেতাদের ব্যাংক গ্যারান্টি প্রদান করে তাদের পুঁজির সঙ্কট দূর করাই ছিল এই প্রকল্পের লক্ষ্য।

**শিল্পঋণ প্রকল্প :** দেশের অনুন্নত এলাকায় বিশেষ করে পল্লী এলাকায় সহজ শর্তে ব্যাংকঋণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে তুলে দেশের শিল্পায়নে সহায়তা করা এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বিরাজমান বেকারত্বের অবসানে সহায়তা করাই ছিল এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। সঙ্গে সঙ্গে পল্লী অঞ্চল ও অনুন্নত এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যাংকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে দেশে একটি সুদৃঢ় শিল্প অবকাঠামো সৃষ্টি করাও ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। এ প্রকল্পের আওতায় বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাদেশি শিক্ষিত নাগরিকদের অর্জিত অর্থ দেশে না নিয়ে এসে বিদেশে সঞ্চিত রাখার প্রবণতাকে রোধ করে তাদের সেই অর্থ দেশে নিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করার জন্য আকর্ষণীয় শর্তে শিল্প প্রতিষ্ঠায় ঋণদান করাও এর আরেকটি লক্ষ্য ছিল। তাছাড়া দেশে এবং বিদেশে অবস্থানরত যে উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় কারিগরি বা প্রযুক্তিজ্ঞান রয়েছে তাদের নামমাত্র ইকুইটিতে শিল্পঋণ দেয়ার ব্যবস্থাও করা হয়। এছাড়া দেশের সকল অঞ্চলে যাতে সুষমভাবে শিল্প গড়ে ওঠে তার জন্য ঋণের জেলাওয়ারি বরাদ্দের ব্যবস্থা করা

হয়। সোনালী ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে ২০০ কোটি টাকার এ শিল্প প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট বক্তৃতায় রাষ্ট্রপতির অর্থ উপদেষ্টা এম সাইদুজ্জামান এ শিল্পনীতির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

**ইনল্যান্ড ট্রাভেলার্স চেক চালুকরণ :** দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণকারীগণ যাতে ব্যাংকের যেকোন শাখা থেকে প্রয়োজন মত টাকা উঠানোর সুযোগ পান তাই ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য। ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাতায়াতকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্যেই প্রণীত হয়েছিল এ প্রকল্পটি।

**অগ্রণী ব্যাংকের বুক অব ইনস্ট্রাকশনস প্রণয়ন :** স্বাধীনতার পর পল্লী অঞ্চলে ব্যাংকের শাখা বিস্তার এবং কৃষিসহ গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ঋণদান করা সরকারের ঘোষিত নীতি ছিল। কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত ব্যাংকগুলো চলছিল ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তানের 'বুক অব ইনস্ট্রাকশনস '-এর ভিত্তিতে। এই বইয়ের নীতিমালা অনুসারে কৃষিকাজে ঋণদান নিষেধ ও শাস্তিযোগ্য ছিল। এমন পরিস্থিতিতে স্বাধীন দেশের নীতিমালার আলোকে লুৎফর রহমান সরকারের নির্দেশনায় খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ তিন মাস দিনরাত পরিশ্রম করে স্বাধীন দেশের উপযোগী করে অগ্রণী ব্যাংকের জন্য সর্বপ্রথম 'বুক অব ইনস্ট্রাকশনস' তৈরি করেন, যা আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ রচনা। তৎকালে বইটি ছিল ঋণ, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সাধারণ ব্যাংকিংয়ের বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা। বইটি প্রণয়নকালে অনেক সীমাবদ্ধতা থাকলেও লুৎফর রহমান সরকারের উৎসাহ এবং খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে 'বুক অব ইনস্ট্রাকশনস ' প্রণয়ন করা সম্ভব হয়েছিল।

**বিআইবিএম প্রতিষ্ঠা :** স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের ব্যাংকিং খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিসীম। এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য লুৎফর রহমান সরকারের নেতৃত্বে বিভিন্ন ব্যাংক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি দল ভারত সফর করেছিল। এ সফর থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বিআইবিএমকে ব্যাংকিংয়ের অত্যন্ত উঁচুমানের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিন্তা করেছিলেন। বিআইবিএমকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করে মাস্টার্স ইন ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু করার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

**এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স (এবিবি) প্রতিষ্ঠা :** লুৎফর রহমান সরকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় পেশাদার ব্যাংকারদের সংগঠন 'ব্যাংকার্স ক্লাব', যা বর্তমানে 'এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স' নামে পরিচিত।

**কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও গ্রিন ব্যাংকিং পদ্ধতির অনুশীলনের পথপ্রদর্শক :** বর্তমান সময়ে ব্যাংকগুলো বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে যেটাকে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR) বলা হয়। ব্যাংকিং জগতে এই সকল কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা ও গ্রিণ ব্যাংকিং অনুশীলনের পথ প্রদর্শক ছিলেন লুৎফর রহমান সরকার।

**একজন ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাংকার :** লুৎফর রহমান সরকার ছিলেন একজন ব্যতিক্রমধর্মী, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাংকার। তিনি শুধু রুটিন কাজের ব্যবস্থাপক ছিলেন না। তিনি ছিলেন রুটিনের বাইরে পরিবর্তনপ্রয়াসী একজন ব্যাংকার। তিনি ব্যাংকিং বিধিব্যবস্থার মধ্য থেকেই নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে গেছেন নিজের জনমুখী ব্যাংকিং দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৃজনশীল চিন্তাশক্তির মাধ্যমে।

**ঋণ খেলাপিদের মুখোশ উন্মোচন :** লুৎফর রহমান সরকার ছিলেন দেশের সর্বপ্রথম একজন দৃঢ়চেতা ও সাহসী ব্যাংকার, যিনি অত্যন্ত সততা, সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে লুটেরা, কালো টাকার মালিক, ঋণখেলাপি, অসৎ টাকাওয়ালাদের মুখোশ উন্মোচন করেন। ঋণখেলাপিদের তালিকা সংবাদপত্রে ছেপে গোটা জাতির সামনে তাদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করেছিলেন তিনি। মিথ্যা কাগজপত্র, জাল দলিল, অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানের নামে শত শত কোটি টাকা ব্যাংক থেকে লুটে নেওয়া 'ব্যাংক ডাকাত'দের বিরুদ্ধে তিনি আইনী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন।

**অনৈতিকতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া :** লুৎফর রহমান সরকার ছিলেন একজন উদার শিক্ষানুরাগী মানুষ। বিশেষ করে পড়াশোনার বিষয়ে যে কাউকে সাহায্য করার ব্যাপারে তিনি সবসময়ই ছিলেন ভীষণ অকৃপণ ও উদার। কিন্তু ন্যায় ও নৈতিকতার ক্ষেত্রে তিনি সমান দৃঢ়তা দেখিয়েছেন; তদবির করে কাউকে চাকরির সুযোগ দেওয়ার মত অনৈতিকতা কখনওই তিনি করেননি। দু-দুটি বেসরকারি ব্যাংকের গোড়াপত্তন হয়েছে তাঁর হাতে, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হয়েছেন। কিন্তু কখনওই কাউকে তদবিরের মাধ্যমে চাকরি দেয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হননি, তদবির করেননি। কখনওই নিজ অবস্থান থেকে নড়েননি। সততায়, দৃঢ়তায় নিজের আদর্শে তিনি ছিলেন অনড়।

**অগ্রণী ব্যাংকে শৃঙ্খলা ও আপীল বিভাগ চালুকরণ :** ১৯৮৩ সালের পূর্বে অগ্রণী ব্যাংকে অনিয়মের সাথে জড়িত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হত ব্যাংকের প্রশাসনিক বিভাগ থেকে। অগ্রণী ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় লুৎফর রহমান সরকার সর্বপ্রথম অগ্রণী ব্যাংকে 'শৃঙ্খলা ও আপীল বিভাগ' চালু করেন। সে সময়ে এই বিভাগ ছিল দৈনিক বাংলার মোড়ে 'ক্যাফে ঝিল' রেঁস্তোরার উপর তলায়। ডিভিশনের প্রধান ছিলেন ডিজিএম জনাব এম জেড আই চৌধুরী।

অগ্রণী ব্যাংকে থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন

**সামরিক সরকারের আক্রোশে কারানিগ্রহ :** বিকল্প প্রকল্প চালু করে লুৎফর রহমান সরকার গোটা দেশে একটা আলোড়ন তুলে ফেলেছিলেন, কিন্তু এই প্রকল্পটিকে এরশাদ সরকারের চাপ সত্ত্বেও তিনি রাজনৈতিক কাজে ব্যবহৃত হতে দেননি। নীতিনিষ্ঠতা এবং আপোষহীন দৃঢ়তা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই সে সময়ে তিনি রাষ্ট্রপ্রধানের প্রত্যক্ষ রোষানলে পড়ে যান। শেষ পর্যন্ত বানোয়াট দুর্নীতির অভিযোগ এনে তাঁকে সামরিক ট্রাইবুনালে বিচারের জন্য হাজির করা হয়েছিল। সেখানেও তিনি ছিলেন অনড়, আপোষহীন ও দৃঢ়। সে সময়ের সামরিক ট্রাইবুনালের রক্তচক্ষু তাঁকে টলাতে পারেনি, বরং নিজের অভিযোগের বিরুদ্ধে এক লিখিত জবানবন্দী পড়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন সামরিক ট্রাইবুনালকে। সামরিক আদালতে দাঁড়িয়ে সেই সত্য ভাষণের জন্য পুরস্কারের পরিবর্তে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে সেদিন বলেছিলেন–

"মহামান্য আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে আজ আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারি, এ আদালতের বিচারে আমার কি হবে জানিনে, তবে সময়ের বিচারে আমি অবশ্যই জয়ী হব। সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ আমি জানি ন্যায় ও সত্যের পথে আছি এবং আমি যা করেছি তা দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ও ব্যাংকের মঙ্গলকে সামনে রেখেই করেছি। আজ হোক কাল হোক সত্য ও ন্যায়ের জয় হবেই। মঙ্গল ও কল্যাণেরই জয় হবে– এ আমার গভীর অনুভূতি, দৃঢ় প্রত্যয় এবং আন্তরিক বিশ্বাস।"

স্বার্থপরতা নয় পরার্থপরতাই ছিল তাঁর কাছে জীবনের এক মহানন্দের নাম। কারাগারে থেকেও তিনি ভুলেননি সেকথা। ১৩ মে ১৯৮৬ তারিখে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থেকে মেয়েকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, 'নিজে কি পেলাম সেটা বড় কথা নয়, নিজে কি দিলাম সেটাই বড় কথা। ভোগে আনন্দ নেই, ত্যাগেই আনন্দ। ত্যাগের আনন্দই আমি কামনা করেছি সারাজীবন। জেলখানায় সেই আনন্দ থেকে এখন আমি বঞ্চিত। অন্যের জন্যে কিছু করা, অন্যের কাজে লাগার আনন্দ থেকে বঞ্চিত আমি। এটাই আমার কষ্ট।' (তথ্যসূত্র : আলোকিত ব্যাংকার লুৎফর রহমান সরকার,সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জব্বার হোসেন ও শুভ কিবরিয়া, সাপ্তাহিক পত্রিকা, তারিখ–২৬ আগস্ট ২০১০)

**লুৎফর রহমান সরকারের পক্ষে ছাত্রজনতার আন্দোলন :** লুৎফর রহমান সরকারই বাংলাদেশের একমাত্র জননন্দিত ব্যাংকার যার গ্রেফতার হওয়ার খবর শোনামাত্র পত্রপত্রিকায় বিশাল কভারেজ দিয়ে সংবাদ হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিক্ষক ও কর্মচারীরা ক্লাস এবং অফিস ছেড়ে প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে, ধর্মঘট পালন করেছে। দেশজুড়ে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। বিকল্পের সুবিধাভোগীরাসহ সাধারণ ছাত্ররাও মিছিল, মিটিং, অনশন, বাংলাদেশ ব্যাংক ঘেরাওসহ নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে তাঁর মুক্তির দাবিতে। অবশেষে তিনি দীর্ঘ ৮১ দিন কারাবাসের পর মুক্তি লাভ করেন। কারাগারে নিক্ষেপ করে লুৎফর রহমান সরকারকে হেনস্থা করা গেছে, কিন্তু তাঁকে দোষী প্রমাণিত করা সম্ভব হয়নি।

**সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ :** তিনি ছিলেন ব্যাংকিং জগতের এক আশ্চর্য পরশমণি। যে ব্যাংকেই গেছেন প্রথম কাজটি করেছেন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনভাতা বৃদ্ধির কাজ। সহকর্মীদের প্রতি লুৎফর রহমান সরকারের মমত্ববোধ ছিল অসাধারণ। সহকর্মীদের যেকোন পেশাগত অসুবিধায় তিনি মনে করতেন, দায়িত্বশীল কর্মকর্তা হিসেবে সকল দায় তাঁর। মামলায় তার সহকর্মীদের জড়ানো প্রসঙ্গে তিনি সামরিক আদালতে বলেছেন– "এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব আমার নিজের। আমার সহকর্মীদের যাদের এ মামলায় অহেতুক জড়িত করা হয়েছে তাদের কোন দোষ বা দায়দায়িত্ব নেই। একইভাবে আমার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোও অমূলক ও ভিত্তিহীন। আমি দৃঢ়কণ্ঠে বলতে পারি, আমি কোথাও কোন অনিয়ম করিনি বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিনি। যা কিছুই করেছি সম্পূর্ণ সদিচ্ছা নিয়েই করেছি এবং সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিকভাবেই করেছি। ব্যাংকের ক্ষতি হয় বা দেশের ক্ষতি হয় এমন কোন কাজ করা তো দূরের কথা, চিন্তার মধ্যেও কোনদিন স্থান দিইনি। সারাজীবন ধরে শুধু মঙ্গল কামনা করেছি। মঙ্গলের জন্যই একাগ্রচিত্তে কাজ করছি। এর এতটুকু ব্যতিক্রম কোথাও আজও হতে দিইনি।" (তথ্যসূত্র : আলোকিত ব্যাংকার লুৎফর রহমান

সরকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জব্বার হোসেন ও শুভ কিবরিয়া, সাপ্তাহিক পত্রিকা, তারিখ- ২৬ আগস্ট ২০১০)

**নূরুল মতিন স্মারক বক্তৃতা ফান্ড গঠনে সম্মতি ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান :** লুৎফর রহমান সরকার স্মরণে বিবিটিএ, এবিবি, আইবিবি, বিআইবিএম-এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'মরহুম লুৎফর রহমান সরকার স্মরণে' শীর্ষক স্মরণিকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর এ কে এন আহমেদ তাঁর 'A Tribute to Veteran Banker Mr. L. R. Sarkar' শীর্ষক লেখায় উল্লেখ করেছেন 'After he became Governor of Bangladesh bank, he readily accepted my proposal to create a fund to establish the Nurul Matin Memorial Lecture on .Ethics in Banking' to improve the culture of ethics in banking, with an initial donation of Taka three lakh from my family and myself. He not only agreed to the proposal but arranged a donation of Taka five lakh to this fund from Bangladesh Bank.' এভাবে দেশের ব্যাংকিং জগতে গুণগত বিচারে সবচেয়ে আলোচিত লেকচার সিরিজ যা প্রতিবছর বিআইবিএম (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট) কর্তৃক আয়োজিত হয়ে থাকে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

**লুৎফর রহমান সরকারের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ :** লুৎফর রহমান সরকার একই সঙ্গে ব্যাতিক্রমী ব্যাংকার ও সৃজনশীল লেখক ছিলেন। শুধু ব্যাংকিং ক্ষেত্রেই নয়, এদেশের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলায় তিনি ছিলেন অকৃপণ পৃষ্ঠপোষক। জাতীয় কবিতা পরিষদ গঠন এবং জাতীয় কবিতা উৎসব আয়োজন করায় তার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ এবং আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের সংবাদপত্রের পাঠক ও প্রকাশক এবং বিশেষত লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশক ও লেখকদের কাছে ছিলেন তিনি জনপ্রিয়। শুধু পত্রিকায় লেখাই নয়, তিনি কর্মজীবনের যখনই সুযোগ পেয়েছেন নামি-অনামী, চেনা-অচেনা, খ্যাত-অখ্যাত যাই হোক শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির কাজে বিজ্ঞাপন দিয়ে উৎসাহ জুগিয়েছেন, পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা তথা লেখক সৃষ্টির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তিনি। লুৎফর রহমান সরকার স্মরণে বিবিটিএ, এবিবি, আইবিবি, বিআইবিএমের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'মরহুম লুৎফর রহমান সরকার স্মরণে' শীর্ষক স্মরণিকায় লুৎফর রহমান সরকার তাঁর 'সাহিত্যিক ও গ্রন্থকার' শীর্ষক লেখায় উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করে লিখেছিলেন 'আমার চাকরিজীবনে আমি আমার সাধ্যমত সবসময় শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করার চেষ্টা করে এসেছি। এ ব্যাপারে আমি কাউকে ফিরিয়ে দিয়েছি, নিরাশ করেছি মনে পড়ে না।' (তথ্যসূত্র : আলোকিত ব্যাংকার লুৎফর রহমান সরকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জব্বার হোসেন ও শুভ কিবরিয়া, সাপ্তাহিক পত্রিকা, তারিখ–২৬ আগস্ট ২০১০)

**লুৎফর রহমান সাহিত্যকর্ম :** একজন সাহিত্যিক, রম্যলেখক ও ছড়াকার হিসেবে তিনি ছিলেন সার্থক ও জনপ্রিয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলদেশে রম্যলেখকের সংখ্যা খুবই কম। তাঁর প্রথম রম্যগ্রন্থ 'দৈনন্দিন' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। এই গ্রন্থটিতে ১৩টি গল্প ছিল। ১৯৭৬ সালে তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'সূর্যের সাত রং' প্রকাশিত হয় এখানে ১৮টি গল্প ছিল। ১৯৮০ সালে 'জীবন যখন যেমন' এবং ১৯৮৮ সালে 'কতিপয় জনপ্রিয় কার্যকলাপ' প্রকাশিত হয়। এই দুটি গ্রন্থে যথাক্রমে ৯টি এবং ১৬টি গল্প সংবলিত ছিল। রম্যরচনা ছাড়াও সমাজসচেতন অনেক ছড়াও তিনি রচনা করেছেন। শিশু, নবারুণ, সবুজপাতা ইত্যাদি শিশু সাহিত্যের মাসিক কাগজগুলোতে তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হত। কিছুদিন তিনি ঢাকা ডাইজেস্ট পত্রিকায় লিখেছেন। তাঁর প্রকাশিত ছড়াগ্রন্থ বাংলার ঘরে ঘরে আজও সমধিক পঠিত। ১৯৭৯ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম প্রকাশিত শিশু সাহিত্য 'টিয়ে পাখির বিয়ে'। এই বইয়ে ১৩টি কবিতা, ছড়া রয়েছে। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয় 'নতুন বউ' যেখানে ২৮টি কবিতা, ছড়া সংকলিত আছে। ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয় ২৩টি কবিতা, ছড়া সংবলিত 'খুকুমণির শ্বশুরবাড়ি'। এছাড়াও মূল্যবোধ ও জ্ঞান আহরণ বিষয়ক তাঁর দুটি গ্রন্থ রয়েছে। ২০০২ সালে প্রকাশিত 'হাদিসের বাণী' এবং ২০০৪ সালে 'বরণীয় জনের স্মরণীয় বাণী'। লুৎফর রহমান সরকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মত সৃজনশীল প্রতিষ্ঠানের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে গেছেন জীবনভর। তিনি আদমজী পুরস্কারসহ অনেক সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর একটি বই লুৎফর রহমান সরকারকে উৎসর্গ করে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন 'লুৎফর রহমান সরকার এই অন্ধকার সময়ে সততা ও মূল্যবোধের অন্যতম প্রদীপ।'

উপরে উল্লেখিত তাঁর সকল সাহিত্যকর্ম, রচনাবলি নিয়ে ২০১৫ সালের জানুয়ারিতে একটি বই প্রকাশিত হয় যার নাম 'এল আর সরকার রচনাসমগ্র'। বইটির প্রকাশক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাংকিং অ্যান্ড

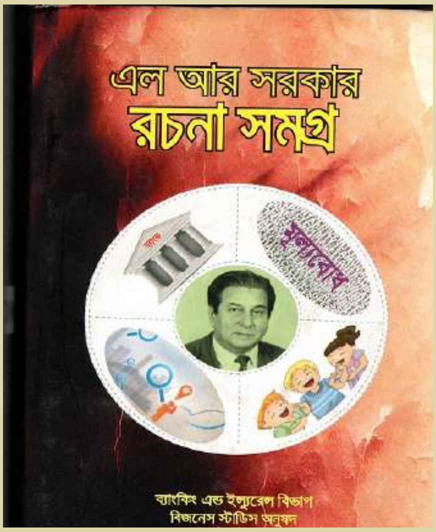

এল আর সরকার রচনাসমগ্র বইয়ের প্রচ্ছদ

ইন্স্যুরেন্স বিভাগ। সম্পাদনায় ছিলেন লুৎফর রহমান সরকার চেয়ার প্রফেসর অধ্যাপক ড. এ আর খান ও ফাউন্ডার চেয়ারম্যান, ব্যাংকিং

অ্যান্ড ইন্সুরেন্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বইটিতে মূল রচনাসমূহ ৫১৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত।

**মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাঁর অবস্থান :** লুৎফর রহমান সরকার জীবনের সকল সংকটে অবিচল থেকেছেন, ধৈর্যহারা হননি। শান্তভাবে সংকট মোকাবিলার চেষ্টা করেছেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ভয়াবহ দুর্যোগের সেই দিনে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রায় দুমাস নিখোঁজ ছিলেন। তারপর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হলে বগুড়া থেকে তাঁর পুরো পরিবারকে ঢাকায় এনে নিজের সঙ্গে রেখেছেন। রেডক্রসের আওতাধীন ঢাকার পূর্বাণী হোটেলে থাকার সময় বিশেষ সুযোগ ব্যবহার করে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করেছেন নানা উপায়ে।

**চারিত্রিক দৃঢ়তা :** পেশাগত জীবনে লুৎফর রহমান সরকার ছিলেন ব্যাংকিং নিয়মনীতির প্রতি একনিষ্ঠ। ব্যাংকের, সমাজের কিংবা দেশের ক্ষতি হতে পারে এমন কোন কাজ তিনি করেননি বা কেউ করতে গেলে তাতে তিনি বাধা প্রদান করতেন। সরকার বা প্রভাবশালী কোন মহল থেকে অন্যথা প্রস্তাব বা সুপারিশ এলে তিনি তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং নীতিনিষ্ঠা দিয়ে তা প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছেন, যা এদেশের ব্যাংকিং বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরির ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

**২০১০ সালে নাগরিক সংবর্ধনা :** ২০১০ সালের ৮ ডিসেম্বরে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর ড. আতিউর রহমানের উদ্যোগে ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স এবং ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ যৌথভাবে সকল ব্যাংকের পক্ষ থেকে লুৎফর রহমান সরকারকে ঢাকায় হোটেল র‍্যাডিসনে এক মনোরম সন্ধ্যায় নাগরিক সংবর্ধনা দেয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এ এম এ মুহিত।

লুৎফর রহমান সরকারকে প্রদত্ত নাগরিক সংবর্ধনা

২০১৩ সালের ৪ অক্টোবর লুৎফর রহমান সরকারের স্মরণে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়। সেখানে গুণীজনরা তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন।

**শেষজীবনে রোগভোগ :** শেষজীবনে তিনি দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ২৪ জুন ২০১৩ তারিখে রাজধানীর অ্যাপোলো হাসপাতালে মারা যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর। বগুড়ার আলতাফুন্নেসা খেলার মাঠে মরহুমের জানাজা শেষে শহরের ঠনঠনিয়ায় দক্ষিণ বগুড়া কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। তাঁর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গভীর শোক প্রকাশ করেছিলেন। এছাড়া লুৎফর রহমান সরকারের এক সময়ের সহপাঠী তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত শোক প্রকাশ করে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন 'হাবিব ব্যাংক দিয়ে লুৎফর রহমান সরকার তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। ব্যাংকার হিসেবে তার তুলনা হয় না। গভর্নর হিসেবে তিনি ব্যাংকিং খাতকে একটি সুশৃঙ্খল ভিত্তির উপরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন।'

**লুৎফর রহমান সরকারের জন্য স্থায়ী সম্মান প্রদর্শনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গৃহীত পদক্ষেপ :** লুৎফর রহমান সরকারের মহান স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংক অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যা তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

**এল আর সরকার চেয়ার প্রফেসর :** লুৎফর রহমান সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং' বিভাগে প্রায় আড়াই যুগব্যাপী খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স' বিভাগে তাঁর সম্মানে ' লুৎফর রহমান সরকার চেয়ার প্রফেসর' রয়েছে, যা তাঁকে এক বিরল সন্মান ও উচ্চতায় অভিষিক্ত করে রেখেছে।

**বাংলাদেশ ব্যাংকে এল আর সরকার লাউঞ্জ :** ১৯৯৬ সালের ২১ নভেম্বর থেকে ১৯৯৮ সালের ২১ নভেম্বর পর্যন্ত লুৎফর রহমান সরকার বাংলাদেশ ব্যাংকের ষষ্ঠ গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের নির্বাহী ফ্লোরে (তৃতীয় তলা) লুৎফর রহমান সরকারের স্মৃতি ধরে রাখতে তাঁর নামে একটি লাউঞ্জ স্থাপন করা হয়। ২০১৫ সালে লাউঞ্জটির উদ্বোধন করেন তৎকালীন গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

**অগ্রণী ব্যাংকে এল আর সরকার এক্সিকিউটিভ ফ্লোর :** লুৎফর রহমান সরকার ১৯৭৬ সালে অগ্রণী ব্যাংকে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দিয়ে পরে ১৯৮২ সালে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। অগ্রণী ব্যাংক ভবনের পঞ্চম তলা তাঁর নামে

অগ্রণী ব্যাংকে অবস্থিত 'এল আর সরকার এক্সিকিউটিভ ফ্লোর'

'এল আর সরকার এক্সিকিউটিভ ফ্লোর' হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।ফ্লোরের প্রবেশমুখে রয়েছে তাঁর বিশাল একটি ম্যুরাল।

## তথ্যসূত্র

১. মরহুম লুৎফর রহমান সরকার স্মরণে বিবিটিএ, এবিবি, আইবিবি, বিআইবিএমের যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'মরহুম লুৎফর রহমান সরকার স্মরণে' শীর্ষক স্মরণিকা

২. 'এল আর সরকার রচনাসমগ্র' সংগ্রহ ও সম্পাদনা– অধ্যাপক ড. এ আর খান, এল আর সরকার চেয়ার প্রফেসর ও ফাউন্ডার চেয়ারম্যান, ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্সুরেন্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৩. আলোকিত ব্যাংকার লুৎফর রহমান সরকার, সাক্ষাৎকার নিয়েছেন জব্বার হোসেন ও শুভ কিবরিয়া, সাপ্তাহিক পত্রিকা, তারিখ ২৬ আগস্ট ২০১০

৪. আমার স্মৃতিতে ব্যাংকার জনাব লুৎফর রহমান সরকার– শাহজাহান মন্টু

৫. লুৎফর রহমান সরকার : প্রয়াণ দিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি– আবদুল্লাহ আল মোহন

৬. লুৎফর রহমান সরকার : প্রবাদপ্রতিম ব্যাংকার– জালাল উদদীন মাহমুদ

## সামরিক আদালতে লুৎফর রহমান সরকারের জবানবন্দী

লুৎফর রহমান সরকার সোনালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক থাকার সময় শিক্ষিত বেকার যুবকদের আত্মমর্যাদাশীল কর্মসংস্থানের জন্য উদ্ভাবন করেন 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসংস্থান প্রকল্প' বা বিকল্প, যা ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি প্রকল্প। পরে এই প্রকল্পটি তাঁর জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়ায়। তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান এরশাদের ছাত্র সংগঠন 'নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ' তৈরির ক্ষেত্রে এ প্রকল্পটি অনৈতিকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা চালান এরশাদ সরকার। কিন্তু লুৎফর রহমান সরকার সে উদ্দেশ্য সফল হতে দেননি। তারই খেসারতস্বরূপ দুর্নীতির বানোয়াট অভিযোগে লুৎফর রহমান সরকারকে সামরিক ট্রাইবুনালে বিচারের সম্মুখীন করা হয়। তখন তিনি বিশেষ সামরিক আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগের জবাব প্রদান করেন।

অভিযোগের জবাবের শুরুতে তিনি মহামান্য আদালত সম্বোধন করে তাঁর পড়ালেখা এবং কর্মজীবন নিয়ে অল্পকিছু বর্ণনা দেন। এরপর তিনি তাঁর কর্মজীবনে দৃঢ়তা, সততা, কর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন। দেশ ও জাতীর কল্যাণে মাস (গধংং) ব্যাংকিং কতটা প্রয়োজন, ব্যাংক জাতীয়করণ করার ফলে দেশের কি কি উন্নয়ন হয়েছে সে বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি অগ্রণী ব্যাংকে কর্মরত অবস্থায় যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেছিলেন তাঁর বর্ণনা করতে যেয়ে তিনি বিকেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে বলেন–

"১৯৭৬ থেকে ১৯৮৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত এ সাত বছর অগ্রণী ব্যাংকে প্রথমে জেনারেল ম্যানেজার ও পরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে ব্যাংকের কর্মকান্ডকে গণমুখী ধারায় প্রবাহিত করার প্রয়াস হিসেবে আমি বিভিন্ন প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করি। তার মধ্যে ব্যাংকের অঞ্চলভিত্তিক জেনারেল ম্যানেজারের দায়িত্ব বণ্টন ও ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীয়করণের মাধ্যমে ব্যাংকের কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন ও স্থায়ীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করার প্রয়াস অন্যতম। তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী আমার এ বিকেন্দ্রীয়করণ নীতির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং লিখিতভাবে সব ব্যাংককে এ নীতি অনুসরণের পরামর্শ দেন।"

শেষজীবনে পরিবারের সাে লুৎফর রহমান সরকার

অগ্রণী ব্যাংকে থাকা অবস্থায় তিনি কিছু যুগান্তকারী প্রকল্প প্রণয়ন করেন, সে প্রকল্পগুলো হল জ্ঞান অর্জনের অবকাশে অর্থ উপার্জন (আর্ন হোয়াইল ইউ লার্ন), স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সঞ্চয় প্রকল্প (স্কুল ব্যাংকিং), ইনল্যান্ড ট্রাভেলার্স চেক, কৃষিকেন্দ্র প্রকল্প (এগ্রো সার্ভিস সেন্টার), রিকশাঋণ প্রকল্প যা এই বইয়ের প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

এরপর তিনি বলেন "আমার মনে হয় সে সময়ে অগ্রণী ব্যাংকের এ সুনাম সুখ্যাতির কারণেই আমাকে ১৯৮৩ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর সোনালী ব্যাংকের মত দেশের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকটা জোর করেই পাঠানো হয়।"

সোনালী ব্যাংকে লুৎফর রহমান সরকারের অবস্থানকাল ছিল মাত্র ১ বছর ৪ মাস। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি ব্যাংকের কি উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করেছে সে সম্পর্কে বর্ণনা করেন। তিনি সে সময় আমানত, নীট মুনাফা, রিজার্ভ ফান্ড, পল্লীঋণ বৃদ্ধির পাশাপশি আমানত ও ঋণের অনুপাত কমিয়ে নিয়ে এসে ব্যাংককে একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছে দেন। তাঁর সময়ে সোনালী ব্যাংকের শাখা ১১৫৭ থেকে ১২৩৩ এ বৃদ্ধি পায়। তিনি উল্লেখ করেছেন সোনালী ব্যাংকে অবস্থানকালে তিনি নতুন কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করেন সেগুলো হল শিল্পঋণ প্রকল্প, বিত্তহীনদের জন্য ঋণ প্রকল্প, শিক্ষাঋণ প্রকল্প, গ্রন্থ প্রকল্প, বিকল্প। পূর্ববর্তী অংশে বিকল্প সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত জেনেছি। এ সম্পর্কে লুৎফর রহমান সরকার তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন–

" ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্স বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কাজ করে আসছি। এ সুবাদে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, অনিশ্চিত ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে ছাত্ররা কি নিদারুণ হতাশায় ভুগছে। ভবিষ্যত উত্তরাধিকারীদের জীবন ও সমাজ সম্বন্ধে এই হতাশা আমি সমকালীন প্রবীণদের একজন হিসেবে মনে করে ব্যথিত হয়েছি।"

তিনি আরও বলেন, যে হারে ছাত্ররা প্রতিবছর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বের হয় সে হারে দেশে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না এবং কোনদেশের পক্ষেই তা করা সম্ভব না। উচ্চ শিক্ষিত এসব বেকার যুবক শুধু চাকরির জন্য ঘুরে চাকরি না পেয়ে নিদারুণভাবে হতাশাগ্রস্থ হয় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেউ কেউ নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়ে সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই তিনি উচ্চ শিক্ষিতদের এই চাকরিমুখী মানসিকতার পরিবর্তন করে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিকল্প প্রকল্পটি প্রণয়ন করেন। প্রাথমিকভাবে ২০ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী বেকার যুবককে ৫টি গ্রুপে বিভক্ত করে ৫টি মিনিবাস দিয়ে প্রকল্পটি চালু করা হয়। লুৎফর রহমান সরকার তাঁর জবানবন্দীতে উল্লেখ করেন, সে সময় অর্থাৎ ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন ব্যাংকিং সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সিএমএলএ (প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক) সেক্রেটারিয়েটে ব্যাংকারদের এক মিটিং আহ্বান করেন। সেখানে মেজর জেনারেল, অর্থ উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব উপস্থিত ছিলেন। সকলের সামনে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং রাষ্ট্রপতি এই প্রকল্পের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে এরশাদ সরকার তার আমলে সরকারের কতিপয় সাফল্যের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে 'পরিক্রমা' নামে একটি সচিত্র পুস্তিকা প্রকাশ করে। সেখানে বিকল্প পরিবহনের ছবিসহ প্রকল্পটিকে সরকারের অন্যতম সাফল্য হিসেবে দেখানো হয়। এসব ঘটনা উল্লেখপূর্বক লুৎফর রহমান সরকার বলেন, "উল্লেখিত ঘটানাবলি থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'বিকল্প' সরকারের অজ্ঞাতসারে দৃষ্টি এড়িয়ে করা হয়নি বরং সরকারের নীতি অনুসারেই করা হয়েছে এবং সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে একাধিকবার আলাপ আলোচনা করা হয়েছে।"

'বিকল্প' একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে চালু করা হয়েছিল। শ্রমের মর্যাদাকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল এর অন্যতম লক্ষ্য, কিন্তু তখনকার সরকার তা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়ে তা সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়। সে উদ্দেশে লুৎফর রহমান সরকারকে গ্রেফতার করা হয়। তাই লুৎফর রহমান সরকার ১৯৮৬ সালের গঠিত সামরিক ট্রাইবুনালে তাঁর জবানবন্দীতে বিকল্প কেন করা হয়েছিল এবং তা সরকারের অগোচরে কিছু করা হয়নি তা প্রমাণস্বরূপ বিস্তারিত বর্ননা দিয়েছেন।

সিনিয়র অফিসার
প্লানিং কো- অর্ডিনেশন এন্ড মার্কেটিং ডিভিশন

ছবি : অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি এর আরকাইভস থেকে প্রাপ্ত

# অগ্রণী ব্যাংকের জন্মযাত্রা

মো. মাহমুদুল হক

বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংক প্রধান ভবন প্রাঙ্গণ

## অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান ভবন

অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় মতিঝিলের দিলকুশাস্থ ৯/ডি হোল্ডিংয়ে অবস্থিত একটি দৃষ্টিনন্দন ভবন। এই ভবন ব্যাংকের পূর্বসুরি হাবিব ব্যাংক হতে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। তৎকালীন ব্যাংকসমূহের মধ্যে একমাত্র হাবিব ব্যাংক পূর্ব পাকিস্তানে নিজস্ব প্রাদেশিক প্রধান কার্যালয় নির্মাণের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করে। ভবনটি ১৯৬৬ সালের ১৭ নভেম্বর হাবিব ব্যাংকের সিলভার জুবিলি উপলক্ষে জাঁকজমকপূর্ণ বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। দৃষ্টিনন্দন ও স্থাপত্যশৈলীতে বিশিষ্ট এই ভবনটিতে বর্তমানে অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখা, লকার রুম, পরিচালনা পর্ষদের সকলের কার্যালয় এবং ১২ টি ডিভিশনের কার্যালয় অবস্থিত।

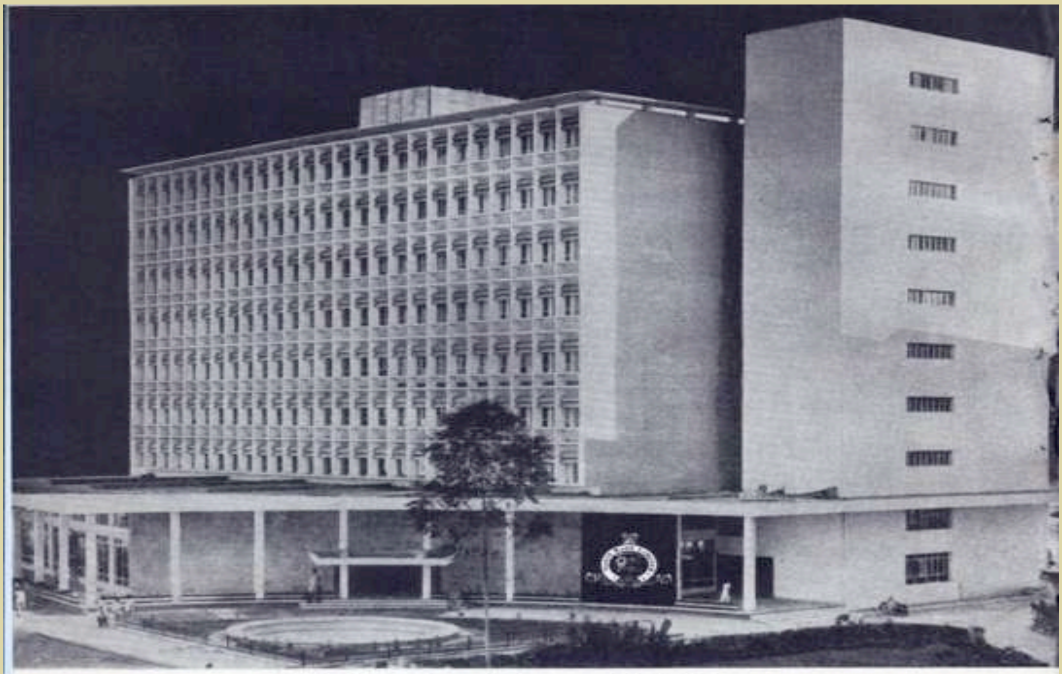

Habib Bank's East Pakistan Headquarters at Motijheel, Dacca.

উদ্বোধন অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে পূর্ব পাকিস্তানে হাবিব ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়

স্বাধীনতা উত্তরকালে অগ্রণী ব্যাংক ভবন

১৯৮২ সালে স্বাধীনতা দিবসে আলোকজ্জ্বল অগ্রণী ব্যাংক ভবন

অগ্রণী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের সামনে স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভ

(চলবে)

প্রিন্সিপাল অফিসার
পাবলিক রিলেশন ডিভিশন